# বছরজুড়ে আলোচিত তারকা সিনেমা গান

সাফল্য-ব্যর্থতায় একটি বছর কাটল শোবিজ তারকাদের। অনেকের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। অনেকে ছিলেন নানা কাজে তুমুল ব্যস্ত। দেশে-বিদেশে পেয়েছেন সাফল্য ও প্রশংসা। নতুন বছরে তারা নিজেদের নতুন করে তৈরি করবেন এটাই প্রত্যাশা। তাদের নিয়ে এ আয়োজন।

## শাকিব খান

প্রায় দুই যুগ ধরে ঢাকাই সিনেমার সবচেয়ে সফল তারকা শাকিব খান। সিনেমার সাফল্য ও আলোচনায় তিনি সব সময়ই থাকেন এগিয়ে। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বছরজুড়ে সাফল্যের লাল গালিচায় হেঁটেছেন এই নায়ক। রোজার ঈদে মুক্তি পায় তার 'লিডার আমিই বাংলাদেশ'। ছবিটির প্রযোজকের দাবি, এটি ব্যবসা করেনি। তবে গানে-অভিনয়ে শাকিব খান ছিলেন প্রশংসিত। এরপর কোরবানির ঈদে মুক্তি পায় হিমেল আশরাফ পরিচালিত 'প্রিয়তমা' সিনেমাটি। সেই সিনেমা দিয়ে চলতি বছর তো বটেই, ঢালিউডের ইতিহাসে ব্যবসাসফল সেরা পাঁচ সিনেমার নায়ক হিসেবে নাম লেখালেন শাকিব। ভারতের ইধিকা পালকে নিয়ে এ সিনেমায় তার রসায়ন দেশ পেরিয়ে ইউরোপ-আমেরিকায়ও দারুণ প্রশংসা পেয়েছে। আর বছর শেষে হিমেল আশরাফের 'রাজকুমার', রায়হান রাফির 'তুফান' ছবিতে যুক্ত হয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন দেশি কিং খান।

## আফরান নিশো

শাকিব খানের পর ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে আলোচনায় এগিয়ে থাকা তারকা আফরান নিশো। তার ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা 'সুড়ঙ্গ' মুক্তি পায় কোরবানির ঈদে। বড়পর্দায় নাম লিখিয়েই বক্স অফিসে বাজিমাত করেছেন ভার্সেটাইল এই অভিনেতা। রায়হান রাফির পরিচালনায় তমা মির্জার বিপরীতে দেখা গেছে নিশোকে। তার অভিনয় যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছে, তেমন সিনেমাটি মোটা অঙ্কের ব্যবসাও ঘরে তুলেছে।

## বুবলী

'শাকিব খান ছাড়াও সফল' – নায়িকা বুবলীর জন্য চলতি বছরটি এ চ্যালেঞ্জ জয়ের হয়ে রইল। বছরের সেরা সফল তারকা হিসেবে যেমন তিনি আলোচ্য, তেমন ঢালিউডের সবচেয়ে সফল নায়িকা হিসেবেও বুবলীর নাম রাখতে হবে সবার শীর্ষে। বছরজুড়েই তিনি ছিলেন আলোচনায়। ব্যক্তিজীবনে অনেক চড়াই-উতরাই সামলেছেন এবার। তবে ব্যবসার লক্ষ্মী তার পক্ষে ছিল। এ বছর তার 'লোকাল', 'তালাশ', 'ক্যাসিনো' ও 'প্রহেলিকা' ছবিগুলো মুক্তি পেয়েছে। বলা চলে চারটি ছবি দিয়েই সাফল্যের হাসি হেসেছেন তিনি।

## আরিফিন শুভ

চলতি বছর 'ব্ল্যাকওয়ার ২' সিনেমা দিয়ে প্রথম পর্দায় হাজির হন আরিফিন শুভ। কিন্তু ২০২৩ সালটি এ নায়কের ক্যারিয়ারে হয়তো চিরকাল সেরা হয়ে থাকবে 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমার জন্য। ভারতীয় কিংবদন্তি পরিচালক শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় এ ছবিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রে হাজির হয়ে আরিফিন শুভ বাজিমাত করেছেন।

## নুসরাত ইমরোজ তিশা

মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে চলতি বছরটাকেই বেছে নিলেন ফেরার জন্য। ফিরলেনও রানীর মতো। চলতি বছর নুসরাত ইমরোজ তিশা অভিনীত 'বীরকন্যা প্রীতিলতা', 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার', 'সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে। তবে 'মুজিব' সিনেমায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চরিত্রে অভিনয় করে পেয়েছেন প্রশংসা।

## জয়া আহসান

বছরজুড়েই সিনেমা নিয়ে জয়া আহসান ছিলেন মুখর। এ বছর ঘরে তুলেছেন সেরা অভিনেত্রী হিসেবে ক্যারিয়ারের পঞ্চম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। চলতি বছর কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত সিনেমা 'অর্ধাঙ্গিনী'। এটি পরিচালনা করেছেন কৌশিক গাঙ্গুলি। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে তার 'নকশিকাঁথার জমিন', 'ঝরা পালক', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'ফেরেশতে' সিনেমা প্রশংসিত হয়েছে। আর বছরটা শেষ করলেন বলিউডের সিনেমা দিয়ে। ৮ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে জয়া অভিনীত প্রথম বলিউড সিনেমা 'কড়ক সিং'।

## বাঁধন

এ বছর বাঁধনের খুব বেশি কাজ ছিল না। তবে একটি ওয়েব সিরিজ দিয়েই আলোচনা নিজের করে নিয়েছিলেন রেহানা মরিয়ম নূরের এই নায়িকা। বিশাল ভরদ্বাজের পরিচালনায় 'খুফিয়া' সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয়েছে তার। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়া ছবিতে স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতে দর্শক মুগ্ধ করেছেন তিনি। বছরের শেষ দিকে বাঁধন আলোচনার জন্ম দেন 'এশা মার্ডার: কর্মফল' সিনেমায় যুক্ত হয়ে।

## তমা মির্জা

সিনেমা হল ও ওটিটি দুই মাধ্যমেই সরব ছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া তমা। চলতি বছরে তাকে দেখা গেছে হইচই থেকে মুক্তি পাওয়া বহুল আলোচিত 'বুকের মধ্যে আগুন' ওয়েব সিরিজে। এরপর তমাকে দেখা যায় রায়হান রাফি পরিচালিত 'ফ্রাইডে' নামে ওয়েব সিরিজে। তবে একই পরিচালকের সুড়ঙ্গ সিনেমা দিয়ে তমা বছরের সফল নায়িকা হিসেবে নিজের নামটি উজ্জ্বল করেছেন। এ ছবিতে তার ময়না চরিত্রটি প্রশংসিত হয়েছে। আফরান নিশোর সঙ্গে তার রসায়নও মন ভরিয়েছে দর্শকের।

## ফেরদৌস আহমেদ

দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ। এ বছর মুক্তির তালিকায় তার আটটি সিনেমা ছিল। তবে নির্মাতা হৃদি হকের '১৯৭১ সেই সব দিন' ও 'সুজন মাঝি' সিনেমা দুটি মুক্তির পর বেশ আলোচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের গল্পে নির্মিত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ১৯৭১ সেইসব দিন সিনেমাটি দেশবিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তবে বছর শেষে নায়ক ফেরদৌস ঢাকা১০ আসনে নৌকার মাঝি হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

## চঞ্চল চৌধুরী

দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। চলতি বছরে তার খুব বেশি কাজ মুক্তি পায়নি। তবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয়, বেশ কিছু বড় বাজেটের কাজে যুক্ত হওয়াসহ নানা সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে বছর শেষ করতে যাচ্ছেন চঞ্চল চৌধুরী। চলতি বছর চরকি থেকে মুক্তি পেয়েছে তার 'মারকিউলিস' নামে ওয়েব সিরিজটি। তিনি আলোচিত হয়েছেন 'মুজিব' সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমানের চরিত্রে অভিনয় করেও। পাশাপাশি চলতি বছর আলোচনায় ছিলেন সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত 'পদাতিক' সিনেমা নিয়ে। কলকাতার চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের বায়োপিক এটি। মুক্তি পাবে আসছে বছর।

এ ছাড়া চলতি বছরে 'অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন', 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার', 'অন্তর্জাল' সিনেমায় অভিনয় করে আলোচিত ছিলেন সিয়াম আহমেদ। চিত্রনায়ক আদর আজাদও মুক্তিপ্রাপ্ত 'লোকাল', 'তালাশ', 'যন্ত্রণা' সিনেমা দিয়ে বেশ সরব ছিলেন। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নায়ক সাইমন সাদিক কোরবানির ঈদে রঙ ছড়িয়েছেন অপু বিশ্বাস প্রযোজিত 'লাল শাড়ি' সিনেমায়। একটি দুটি সিনেমা মুক্তিতে আলোচনায় ছিলেন রিয়াজ, অনন্ত জলিল, বাপ্পী চৌধুরী, এবিএম সুমন, রোশানরাও। মাতৃত্বকালীন অবসর কাটিয়ে চলতি বছর সরব হয়েছেন পরীমনি। তার 'মা' সিনেমাটি মুক্তির পর ব্যবসা করতে না পারলেও প্রশংসিত হয়েছে অভিনয়। অপু বিশ্বাস লাল শাড়ি সিনেমার প্রযোজক হিসেবে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সিনেমা ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও আলোচনায় ছিলেন বর্ষা, পূজা চেরী, ঐশী, সুনেরাহ বিনতে কামালরাও। এ ছাড়া ৭ বছর পর বড় পর্দায় ফিরে প্রহেলিকা সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করেছেন অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ।

# পর্দার পেছনে সফল নারীরা

শোবিজে নারীদের নানা বৈষম্যের কথা শোনা যায়। হলিউড কিংবা বলিউডের মতো ইন্ডাস্ট্রিতেও নারী শিল্পী-কলাকুশলীরা নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার বলে দাবি করেন। আমাদের শোবিজেও নারীরা পারিশ্রমিক থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই বৈষম্যের শিকার হন। বিশেষ করে পর্দার পেছনে নারীদের কাজের পরিবেশ ও সুবিধা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। প্রতিবন্ধকতা নিয়েই অনেকে এগিয়ে আসছেন সিনেমা প্রযোজনা ও পরিচালনায়। চলতি বছরটা ছিল পর্দার পেছনের নারীদের জন্য বেশ আশা জাগানিয়া।

## রোজিনা

রাজবাড়ীর মেয়ে রোজিনার পরিচিতি অভিনেত্রী হিসেবেই। সাদা-কালো যুগে তিনি পা রাখেন সিনেমায়। নায়করাজ রাজ্জাক, ফারুক, সোহেল রানা, আলমগীর, ইলিয়াস কাঞ্চনদের সঙ্গে জুটি বেঁধে পেয়েছেন আকাশছোঁয়া সাফল্য। নাটক পরিচালনা করে হাত পাকিয়েছেন দীর্ঘদিন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এ বছর তিনি অভিষিক্ত হলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। ১৬ জুন মুক্তি পেয়েছে সরকারি অনুদানে নির্মিত রোজিনার প্রথম পরিচালিত সিনেমা 'ফিরে দেখা'। এতে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে জুটি হয়ে অভিনয়ও করেছেন। আরও ছিলেন নিরব ও স্পর্শিয়া জুটি। মুক্তিযুদ্ধের গল্পের ছবিটি বেশ প্রশংসা পেয়েছে। বর্তমানে রোজিনা তৈরি হচ্ছেন নতুন সিনেমার জন্য। নাম দিয়েছেন 'এখনই সময়'। এ ছবির শিল্পী-কুশলী এখনও নির্বাচন করেননি রোজিনা। জানালেন, ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন ছটকু আহমেদ।

## অরুণা বিশ্বাস

অগ্রজ নায়িকা রোজিনার পথ ধরে চলতি বছর সিনেমার পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাসও। তিনিও বেশকিছু নাটক নির্মাণ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন নির্মাতা হিসেবে। সরকারি অনুদানে অরুণা পরিচালিত প্রথম সিনেমাটির নাম 'অসম্ভব'। গেল ৩ নভেম্বর দেশের ২২টি সিনেমা হলে এ ছবি মুক্তি পায়। প্রেম-সংঘাত, মান-অভিমান, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং দেশপ্রেমে ঠাসা বুনট গল্পের আঁটোসাঁটো সিনেমা এটি। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, অরুণা বিশ্বাস, শতাব্দী ওয়াদুদ, সোহানা সাবা, গাজী আবদুন নূর, শাহেদ শরীফ খান। প্রথম ছবিতে প্রশংসিত এ অভিনেত্রী এবার প্রস্তুত হচ্ছেন নতুন নির্মাণের জন্য।

## অপু বিশ্বাস

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাস। শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বেঁধে সর্বোচ্চসংখ্যক সিনেমার নায়িকা হিসেবে শীর্ষে তিনি। অনেক দিন হয় শাকিবের নায়িকা হিসেবে তাকে দেখা যায় না। তেমন করে হিট সিনেমাও নেই। তবু অপু চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজের নামের সুনাম ফিরিয়ে আনতে কিংবা ধরে রাখতে। চলতি বছরটায় আলোচনা ও সমালোচনা দুই-ই জন্ম দিয়েছেন তিনি। এ বছরই প্রযোজক হিসেবে হাজির হয়েছেন। সরকারি অনুদানে তিনি নির্মাণ করেছেন 'লাল শাড়ি' নামে সিনেমা। এটি পরিচালনা করেছেন বন্ধন বিশ্বাস। এ ছবিতে নায়ক সাইমনের বিপরীতে দেখা গেছে অপুকে। অভিনয় ও প্রযোজনা দুটি পরিচয়েই লাল শাড়ি অপু বিশ্বাসকে প্রশংসিত করেছে।

## হৃদি হক

চলতি বছর সিনেমায় নারীর মেধা বিকাশে সরকারি অনুদানের ভূমিকা নিয়ে বিশেষভাবে অনেক কথাই বলা যায়। নানা সমালোচনায় বিদ্ধ এ অনুদান প্রথার দারুণ এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখা গেল এবার। চার অভিনেত্রীকে পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে অভিষেক করিয়েছে সরকারি অনুদানের সিনেমা। রোজিনা, অরুণা, অপু বিশ্বাসের পর সে তালিকায় থাকা আরেক নাম হৃদি হক। সরকারি অনুদানে হৃদি হক পরিচালিত '১৯৭১ সেইসব দিন' নামে সিনেমাটি গত ১৮ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে। এতে হৃদি নিজে অভিনয়ও করেছেন। গল্প, নির্মাণ, গানে এ ছবিটি যেমন অনেক প্রশংসা পেয়েছে, তেমন পেয়েছে দর্শক সাড়াও।

## চয়নিকা চৌধুরী

চলতি বছরে চলচ্চিত্রে পুরুষের সাম্রাজ্যে নারীর জয়জয়কার – এ বাক্য বলতে গেলে অবশ্যই নিতে হবে চয়নিকা চৌধুরীর নাম। ঈদের আসরে চারটি বিগ বাজেটের সিনেমার সঙ্গে তিনি হাজির হয়েছেন প্রতিযোগিতায়। যেখানে তার প্রতিপক্ষ ছিলেন রায়হান রাফি, হিমেল আশরাফ, সৈকত নাসিরদের মতো হিট সিনেমার নির্মাতারা। শুরুতে আলোচনার তালিকায় নিচের সারিতে থাকলেও চয়নিকা চৌধুরীর 'প্রহেলিকা' ব্যবসায়িক দিক থেকে তৃতীয় স্থানে পৌঁছায়। 'প্রিয়তমা' ও 'সুড়ঙ্গ'-এর পরপরই মাহফুজ-বুবলী জুটি দিয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়ে হলে দর্শক পেয়েছেন চয়নিকা। দেশের বাইরেও হিট হয়েছে প্রহেলিকা। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চয়নিকা নতুন সিনেমার নাম ঘোষণা দিয়েছেন। শাবনূর ও মাহফুজকে জুটি করে তিনি বানাবেন 'মাতাল হাওয়া'।

## সৈয়দা রুবাইয়াত হোসেন

সৈয়দা রুবাইয়াত হোসেন ২০২২ সালের সেরা নির্মাতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছেন। তিনি 'শিমু' সিনেমার জন্য এ স্বীকৃতি পান। ছবিটির আন্তর্জাতিক নাম 'মেড ইন বাংলাদেশ'। এ পুরস্কার দিয়ে অনন্য এক ইতিহাসে নাম লেখালেন রুবাইয়াত। ৪৭ বছরের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় নারী নির্মাতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন তিনি। তার আগে এ স্বীকৃতি পান কেবল দুজন। তারা হলেন কোহিনুর আক্তার সুচন্দা।

# ভারতীয় সিনেমায় শাহরুখ কাল

চলতি বছরটা ছিল বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ম্যাজিকাল কামব্যাকের। তিন সিনেমা দিয়ে বাজিমাত করেছেন তিনি। তার হাত ধরেই তামিল-তেলুগু সিনেমার প্রভাব কাটিয়ে আবারও বলিউড তার সুবাস ছড়াতে পেরেছে অনেক দিন পর। দেখে নেওয়া যাক চলতি বছরে সর্বোচ্চ আয় করা সেরা পাঁচ ভারতীয় সিনেমার তালিকা।

## জওয়ান

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এ বছরে যেন বসন্ত নামিয়েছেন। দুর্দান্ত একটি বছর কেটেছে তার। দীর্ঘদিন পর বক্স অফিসে দাপট দেখালেন তিনি। গড়লেন ইতিহাস। এ বছর বলিউডে আয়ের দিক থেকে শীর্ষ পাঁচ সিনেমার মধ্যে রয়েছে তার দুটি। তার মধ্যে সর্বোচ্চ আয়ের শীর্ষে আছে 'জওয়ান'। ৭ সেপ্টেম্বর ৫ হাজারের বেশি প্রেক্ষাগৃহে হিন্দির পাশাপাশি তামিল ও তেলুগু ভাষায় মুক্তি পায় প্যান ইন্ডিয়ান এ সিনেমাটি। অ্যাটলি কুমারের পরিচালনায় সিনেমাটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটি রুপি। বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ১ হাজার ১৫২ কোটি রুপি। এ ছাড়া গান, ট্রেলারসহ নানা পথে আয় তো ছিলই। এ বছর আয়ের দিক থেকে বলিউডে এটাই সর্বোচ্চ। এ সিনেমা দিয়ে প্রথমবার শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেন দক্ষিণের তারকা অভিনেত্রী নয়নতারা। ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন, বিজয় সেতুপতি, সঞ্জয় দত্তের মতো তারকারাও।

## পাঠান

চার বছর পর বড়পর্দায় ফিরে কিং খান যেন সুপারম্যানের মতো উড়তে শুরু করেছিলেন 'পাঠান' সিনেমা দিয়ে। চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়া 'পাঠান' এখন বি-টাউনের ইতিহাসের একটি অংশ। এ বছরের আয়ের দিক থেকে সিনেমাটি রয়েছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সিনেমাটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ২৫০ কোটি রুপি। বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ১ হাজার ৫০ কোটি রুপি। সিনেমায় শাহরুখ খানের বিপরীতে অভিনয় করেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। চমক নিয়ে ছিলেন জন আব্রাহাম, সালমান খানেরাও।

## অ্যানিমেল

বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর বছরের শেষটি নিজের করে নিলেন 'অ্যানিমেল' সিনেমা দিয়ে। ডিসেম্বরের প্রথম দিনেই মুক্তি পায় তার বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাটি। সন্দীপ রেড্ডি পরিচালিত এ সিনেমা দর্শককে মুগ্ধ করে বক্স অফিসে বছরের সর্বোচ্চ আয়ের তালিকায় তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। সিনেমাটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫০ কোটি রুপি। এক মাস পার না হতেই ঘরে তুলেছে ৮৭১ কোটি রুপি। সিনেমার প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর ও রাশমিকা মান্দানা। আরও অভিনয় করেছেন অনিল কাপুর, ববি দেওলসহ অনেকে।

## গদর ২

বছরটি অভিনেতা সানি দেওলের জন্য দুর্দান্ত ছিল। অ্যাকশন, ড্রামা ও অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের গল্পে নির্মিত 'গদর ২' সিনেমা দিয়ে বক্স অফিসে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছেন তিনি। মাত্র ৮৫ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে আয় করে নিয়েছে ৬৮৮ কোটি রুপি; যা সানি দেওলের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ আয়ের সিনেমা। গদর ২ নির্মাণ করেছেন অনিল শর্মা। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল ও আমিশা প্যাটেল। সিনেমাটি মুক্তি পায় এ বছরের ১১ আগস্ট।

## লিও

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা থালাপাতি বিজয়। তার অভিনীত নতুন সিনেমা 'লিও' এ বছরের ১৯ অক্টোবর বিশ্বের ৫ হাজার ৬০০ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আয় করা তামিল সিনেমার তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে নেয় সিনেমাটি। তবে সময় গড়াতেই সিনেমাটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

তবু আয়ের দিক থেকে লিওর অবস্থান সর্বভারতীয় সিনেমার তালিকায় পঞ্চম। সিনেমাটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ২৯৮ কোটি রুপি। বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ৬১৯ কোটি রুপি। এ সিনেমায় বিজয়ের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃষা কৃষ্ণান। পরিচালক লোকেশ কঙ্গরাজের 'লোকেশ সিনেমাটিক ইউনিভার্স'-এর তৃতীয় কিস্তি লিও।

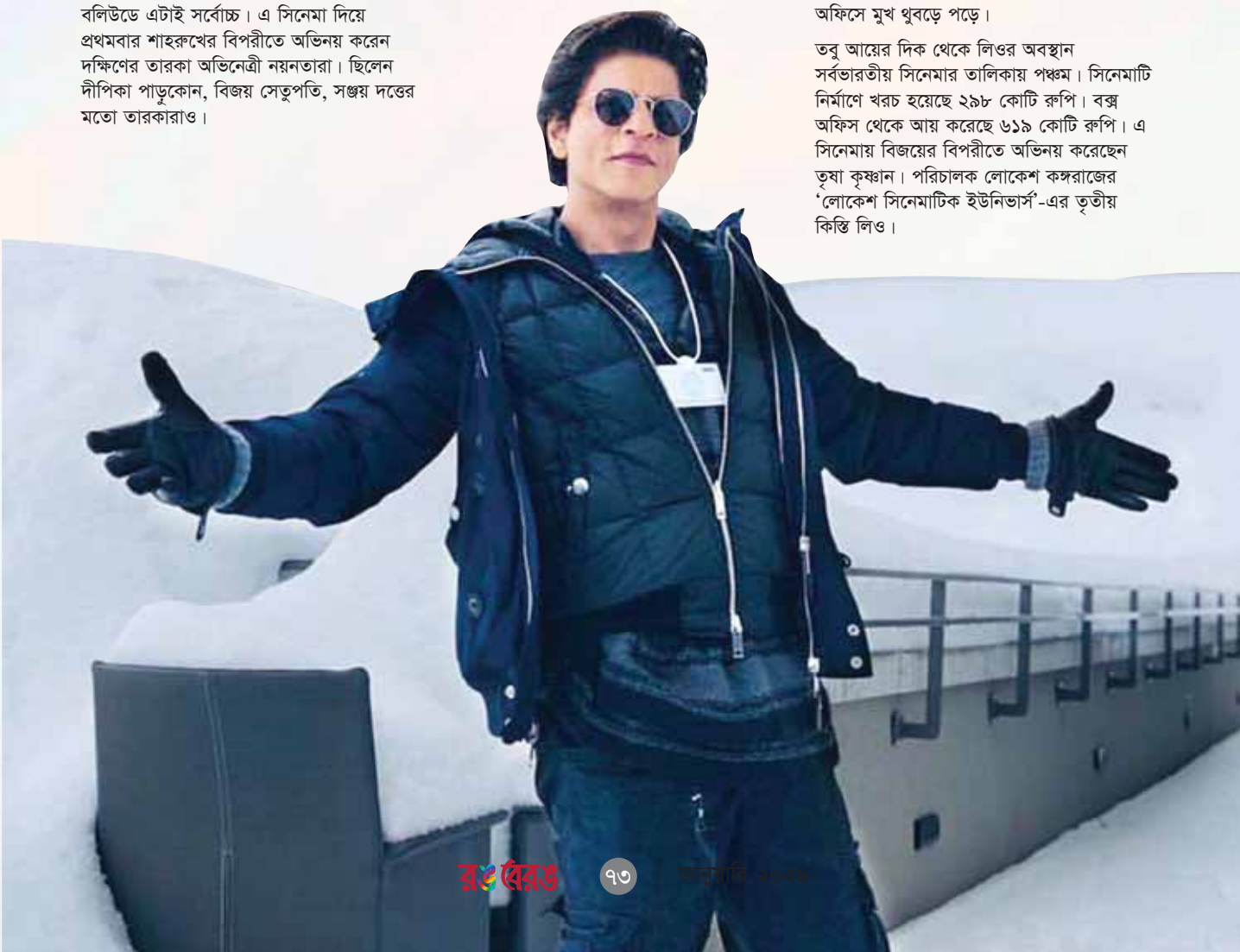

# হলিউডের শীর্ষ পাঁচ সিনেমা

প্রতিবারের মতো এবারও নানা আমেজের সিনেমা মুক্তি পেয়েছে হলিউডে। সেসব নিয়ে হয়েছে আলোচনা, হইচই। কিছু সিনেমা আয়ের দিক থেকে রেকর্ডও করেছে। সেসব যাচাই করে হলিউড বক্স অফিস বছর শেষে প্রকাশ করেছে ২০২৩ সালের ব্যবসাসফল পাঁচ সিনেমার নাম।

## বার্বি

এ বছর আয়ের দিক থেকে সবার ওপরে গ্রেটা গারউইগ নির্মিত সিনেমা 'বার্বি'। চলতি বছরের ২১ জুলাই বিশ্বের ১০ হাজারের বেশি সিনেমা হলে একযোগে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৪৫ মিলিয়ন বাজেটে নির্মিত বার্বি ইতিহাস গড়ে এখন পর্যন্ত আয় করেছে ১.৪৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা আয়ের দিক থেকে সবার শীর্ষে। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পুতুলকে ঘিরে নির্মিত সিনেমা বার্বি। এ সিনেমায় রয়েছেন একঝাঁক তারকা।

ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সিনেমা বার্বি পরিচালনা করেছেন গ্রেটা গারউইগ। সিনেমায় মার্গট রোবি ও রায়ান গসলিং দুজন বার্বি ও কেইন হিসেবে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া মার্কিন পপ তারকা ডুয়া লিপা মারমেইড বার্বি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নিকোলা কফলানকে কূটনীতিক বার্বি চরিত্রে দেখা গেছে। আনা ক্রুজ কেইন হাজির হয়েছেন বিচারপতি বার্বি হয়ে। 'ইনসিকিউর' খ্যাত ইসারে অভিনয় করেছেন প্রেসিডেন্ট বার্বির চরিত্রে। এমা ম্যাকি আছেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বার্বির চরিত্রে।

## দ্য সুপার মারিও ব্রুস. মুভিস

অ্যানিমেশন সিনেমার দর্শক পৃথিবীজুড়েই। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ এ ধরনের সিনেমার ভক্ত। তাই প্রতি বছর হলিউডের বাজেটের বড় একটি অংশ অ্যানিমেশন সিনেমা নির্মাণে ব্যয় করা হয়। এ বছর আয়ের দিক থেকে

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দ্য সুপার মারিও ব্রুস. মুভিস। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি নির্মাণে ব্যয় করা হয় মাত্র ১০০ মিলিয়ন ডলার। আর বক্স অফিস থেকে আয় করে ১.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সিনেমাটি যৌথভাবে নির্মাণ করে অ্যারন হরভ্যাথ ও মিচেল জেলেনিক। সিনেমার প্রধান চরিত্রে কণ্ঠ দেন ক্রিস পার্থ, অ্যানি টেইলর, জ্যাক ব্ল্যাকের মতো তারকা।

## ওপেনহাইমার

এ বছর হলিউডে অন্যতম আলোচিত সিনেমা ওপেনহাইমার। পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলান এটিকে তার ২০ বছরের ক্যারিয়ারের 'সবচেয়ে সফল' সিনেমা বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছবিতে কিলিয়ান মারফিকে দেখা গেছে বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমারের চরিত্রে। সিনেমাটি নির্মাণে খরচ করা হয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর বক্স অফিস থেকে আয় করে নেয় ৯৫৪ কোটি মার্কিন ডলার। আয়ের দিক থেকে সিনেমাটি বছরের তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

## গার্ডিয়ান অব দ্য গ্যালাক্সি: ভলিউম ৩

তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে ওয়াল্টার ডিজনি স্টুডিওর সিনেমা গার্ডিয়ান অব দ্য গ্যালাক্সি: ভলিউম ৩। বিগ বাজেটের এ সিনেমাটি গ্যালাক্সি সিরিজের তৃতীয় পর্ব। সায়েন্স ফিকশন গল্পে নির্মিত সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন জেমস গান। নির্মাণে খরচ হয়েছে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বক্স অফিস থেকে আয় ৮৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন ক্রিস প্রাট, জো সান্ডানা ও ভিন ডিজেলের মতো তারকা।

## ফার্স্ট এক্স

বছরের শুরুর দিকে মুক্তি পায় হলিউডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস সিনেমার দশম পর্ব ফার্স্ট এক্স। এবারের পর্বটি নির্মাণ করেছেন লুইস লেটেরিয়ার। এ বছর আয়ের দিক থেকে সিনেমাটি রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেটে নির্মিত এ সিনেমা বক্স অফিস থেকে আয় করেছে ৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এবারের পর্বেও গাড়ি নিয়ে পর্দায় ঝড় ওঠাতে দেখা যায় ভিন ডিজেল, মিচেল রড্রিগুয়েজ ও জন সিনার মতো তারকাদের।

# বছর মাতানো সেরা ১০ গান

বছরজুড়েই পপ, জ্যাজ ও র‍্যাপ সংগীত দিয়ে মাতিয়ে রেখেছেন শিল্পীরা। সম্প্রতি কোন শিল্পীর গান বছরজুড়ে সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হয়েছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে জনপ্রিয় মিউজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই। সে তালিকায় আছে টেলর সুইফটের দুটি গান।

## ফ্লাওয়ার্স

মার্কিন পপ সেনসেশন মাইলি সাইরাস। ২০২৩ সালটি তার কেটেছে দুর্দান্ত। বেশ কিছু গান নিয়ে বছরজুড়ে তিনি ছিলেন আলোচনায়। তবে তার ফ্লাওয়ার্স গানটি এ বছর স্পটিফাইতে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমিং হওয়া গানের তালিকায় রয়েছে শীর্ষে। গানটি স্পটিফাই অ্যাপে স্ট্রিমিং হয়েছে ১.১৬ বিলিয়ন বার।

## কিল বিল

মার্কিন র‍্যাপার এস সেড এ। এ বছর মুক্তি পাওয়া তার কিল বিল গানটি বছরজুড়েই বিলবোর্ড টপ চার্টে ওপরের দিকে ছিল। বছর শেষে গানটি স্পটিফাই অ্যাপে স্ট্রিমিং হওয়া সেরা ১০ গানের তালিকায় রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। গানটি স্পটিফাইতে উপভোগ করেছেন ১.৫ বিলিয়ন শ্রোতা।

## অ্যাজ ইট ওয়াজ

ব্রিটিশ গায়ক হ্যারি স্টাইলস। জনপ্রিয় বয় ব্যান্ড ওয়ান ডিরেকশনের সাবেক মেম্বার তিনি। এ বছর একক সংগীত দিয়ে বেশ কিছু রেকর্ড গড়েছেন। তার অ্যাজ ইট ওয়াজ এ বছরের সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হওয়া গানের তালিকায় তৃতীয়। বিশ্বব্যাপী গানটি ১.৫ বিলিয়ন দর্শক এখন পর্যন্ত স্পটিফাইতে শুনেছে।

## সেভেন

বিশ্বের জনপ্রিয় কে পপ ব্যান্ডের সদস্য জাংকুক। এ বছর ব্যান্ডের বাইরে তার একক সোলো গান সেভেন মুক্তি পায়। বিলবোর্ডে রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি বছরের সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হওয়া গানের তালিকায় এটি রয়েছে চতুর্থ স্থানে। এখন পর্যন্ত স্পটিফাইতে ১ বিলিয়ন ভক্ত গানটি শুনেছে।

## ইল্লা বিল্লা সোলা

মেক্সিকান বয় ব্যান্ড ইসলাবোন আর্মান্দো ও সংগীতশিল্পী পিসো পুলুমার পার্টি সং ইল্লা বিল্লা সোলা। গানটি ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। মার্চে মুক্তির পর গানটি গ্লোবাল বিলবোর্ডের টপ চার্টে বেশ কিছুদিন শীর্ষস্থান দখল করে রাখে। বছর শেষে সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হওয়া স্পটিফাই অ্যাপে গানটি আছে ৫ নম্বরে। এখন পর্যন্ত স্পটিফাইতে ১ বিলিয়ন শ্রোতা গানটি স্ট্রিমিং করেছে।

## ক্রইয়েল সামার

মার্কিন পপ তারকা টেইলর সুইফটের জন্য বছরটা কেটেছে স্বপ্নের মতো। গোটা বছর তিনি কনসার্ট, অ্যালবাম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এ বছর একটি ডকুফিল্মও মুক্তি পায় তার। বিলবোর্ডে রাজত্ব করা এই শিল্পীর ক্রইয়েল সামার গানটি সেরা দশের তালিকার ৬ নম্বরে রয়েছে।

## ক্রিপিন

মার্কিন সংগীত পরিচালক ও সংগীতশিল্পী মেট্রোবমিন। তার হিরো অ্যান্ড ভিলানি অ্যালবামের দশম গান ক্রিপিন বছরজুড়েই ছিল আলোচনায়। গানটি সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হওয়া গানের তালিকায় রয়েছে ৭ নম্বরে। এখন পর্যন্ত ১ বিলিয়নের বেশি শ্রোতা এটি উপভোগ করেছেন। মেট্রোবমিনের পরিচালনায় গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মার্কিন গায়ক দ্য উইকেন্ড ও ২১ স্যাভেজ।

## কাল্ম ডাউন

তালিকার অষ্টম স্থানে রয়েছে বছরের আলোচিত গান কাল্ম ডাউন। সেলেনা গোমেজ ও নাইজেরিয়ান শিল্পী রিমার কণ্ঠে গানটি ১ বিলিয়ন স্ট্রিমিং হয়েছে স্পটিফাইতে। এ ছাড়া স্পটিফাইতে কোনো আফ্রিকান শিল্পীর গান হিসেবে ১ বিলিয়ন স্ট্রিমের রেকর্ড গড়েছে এটি।

## অ্যান্টি হিরো

পপ তারকা টেইলর সুইফটের আরও একটি গান জায়গা পেয়েছে সর্বোচ্চ স্ট্রিমিংয়ের সেরা দশের তালিকায়। তালিকার নবম স্থানে আছে তার অ্যান্টি হিরো গানটি। এটি তার মিডনাইট অ্যালবামের তৃতীয় গান। এখন পর্যন্ত গানটি ১ বিলিয়নের বেশি দর্শক স্ট্রিমিং করেছে।

## ভলিউম ৫৩

কলম্বিয়ান পপ তারকা শাকিরা ও আর্জেন্টাইন ডিজে বিজার্পের নতুন গান ভলিউম ৫৩। গানটি ল্যাটিন অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। গ্লোবাল বিলবোর্ডেও রেকর্ড গড়েছে। এটি বছরের সর্বোচ্চ স্ট্রিমিং হওয়া গানের তালিকায় দশম স্থান দখল করে নিয়েছে। গানটি এখন পর্যন্ত ৫৭ মিলিয়নের বেশি দর্শক স্ট্রিমিং করেছে।

# তারকাদের আলোচিত বিয়ে

প্রতি বছরই তারকারা ঘর বাঁধেন। কেউ ভালোবেসে, কেউ বা পরিবারের পছন্দে বেছে নেন জীবনসঙ্গীকে। এবারেও দেশ বিদেশে অনেক তারকা বিয়ের পিঁড়িতে বসে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। জেনে নেওয়া যাক সেইসব নব দম্পতিদের গল্প।

## সানিয়া সুলতানা লিজা-সবুজ খন্দকার

ক্লোজআপ ওয়ান তারকা সংগীতশিল্পী সানিয়া সুলতানা লিজা গত ১৯ নভেম্বর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আনেন। তার স্বামীর নাম সবুজ খন্দকার। সবুজ একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী।

## তাসনিয়া ফারিণ-শেখ রেজওয়ান

ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। দীর্ঘ ৮ বছর প্রেমের সম্পর্কের পর চলতি বছরের ১১ আগস্ট বিয়ে করেন তিনি। তার স্বামীর নাম শেখ রেজওয়ান। তিনি বিদেশে একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে আনার পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন ফারিণ ও রেজওয়ানের বিয়ে।

## ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী-আরেফিন জিলানী সাকিব

দুষ্ট পোলাপাইন খ্যাত সংগীত শিল্পী ফাতেমা তুয যাহরা ঐশী। ২০২৩ সালের ২ জুন বিয়ে করেন তিনি। সংগীতশিল্পী পরিচয়ের বাইরে তিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। তার বরের নাম আরেফিন জিলানী সাকিব। তিনি নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা শেষ করে বর্তমানে একটি ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি মডেলিং ও অভিনয় করেন।

## সিদ্ধার্থ মালহোত্রা-কিয়ারা আদভানি

বলিউডে এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত ও জমজমাট বিয়ের খবর ছিল অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েন বলিউডের এই দুই তারকা। এই তারকা জুটির বিয়েকে ঘিরে সাধারণ মানুষ থেকে সংবাদমাধ্যমের প্রবল কৌতূহল ছিল। জয়সলমীরের সূর্যগড় প্যালেসে এই তারকা দম্পতি রাজকীয়ভাবে বিয়ে করেন।

## চাষী আলম-মোহনা তুলতুল

দেশের নাটকের জনপ্রিয় নাম চাষী আলম। দর্শকপ্রিয় ধারাবাহিক 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'-এর হাবু ভাই খ্যাত এই অভিনেতা এ বছরের ২৫ আগস্ট বিয়ে করেন। তার স্ত্রীর নাম মোহনা তুলতুল। চাষীর স্ত্রী রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।

## সালমান মুক্তাদির-দিশা ইসলাম

জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেতা সালমান মুক্তাদির। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২০২৩ সালের ৩০ এপ্রিল বিয়ে করেন তিনি। তার স্ত্রীর নাম দিশা ইসলাম। তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যসায়ীর মেয়ে। তার ছোট বোন আরজে তাজ দেশের মিডিয়াতে বেশ জনপ্রিয় একটি নাম।

## রাঘব চাড্ডা-পরিণীতি চোপড়া

তালিকায় রয়েছে বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও রাজনৈতিক নেতা রাঘব চাড্ডার বিয়ে। রাঘব চাড্ডা হলেন আম আদমি পার্টির সংসদ সদস্য। ২৪ সেপ্টেম্বর উদয়পুরের দ্য লীলা প্যালেসে কড়া সুরক্ষাব্যবস্থার মধ্যে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পাঞ্জাবি রীতি মেনে রাঘব আর পরিণীতি গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। তাদের দুজনের বিয়েকে চলতি বছরে বলিউডের অন্যতম আলোচিত ঘটনাও বলা হয়।

## আথিয়া শেঠি-কে এল রাহুল

বলিউডের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক আগে থেকেই ভালোবাসার একটি সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বছরের শুরুতেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন সুনীল শেঠির কন্যা আথিয়া শেঠি ও ক্রিকেটার কে এল রাহুল। গত ২৩ জানুয়ারি বিয়ে করেন তারা। এই তারকা জুটির বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল সুনীল শেঠির খান্ডালার খামারবাড়িতে। দক্ষিণি রীতি অনুযায়ী আথিয়া ও রাহুল বিয়ে করেন।

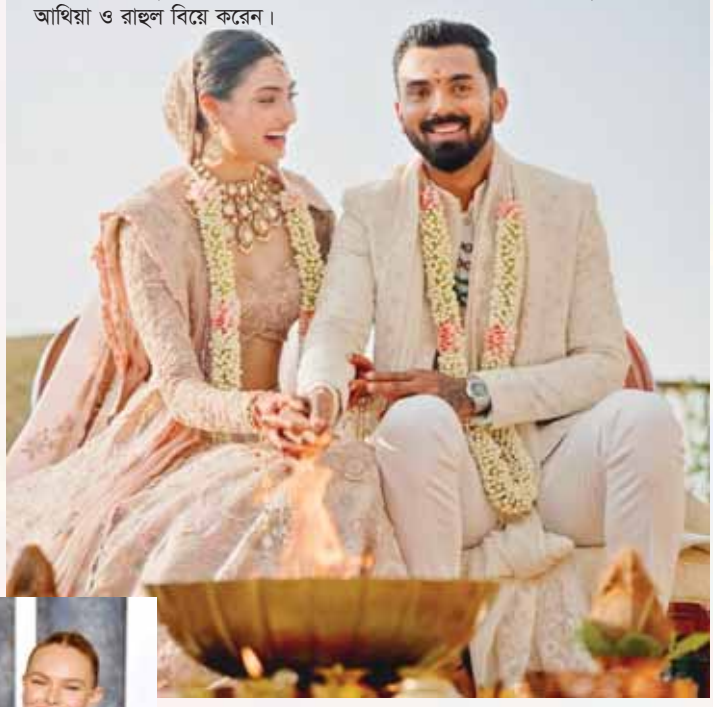

## জাস্টিন লং-কেট বোসওর্থ

হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা জাস্টিং লং ও অভিনেত্রী কেট বোসওর্থ দীর্ঘদিন সম্পর্কের পর এ বছরের ৯ মে বিয়ে করেন। তারা লস এঞ্জেলেসের একটি প্যালেসে খ্রিষ্টীয় বিয়ের রীতিতে বিয়ের কাজ সারেন। বছররে অন্যতম ব্যয়বহুল এই বিয়েতে খরচ হয় ১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাদের এই অনুষ্ঠানে হলিউডের জনপ্রিয় সব তারকাদের উপস্থিত হতে দেখা যায়।

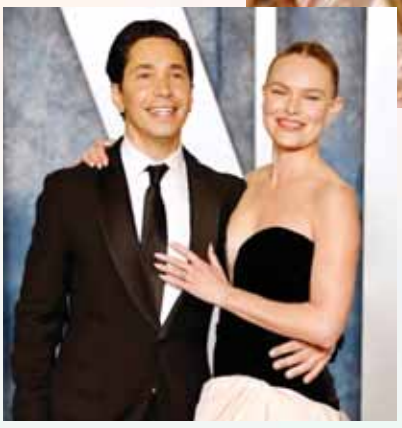

## স্বরা ভাস্কর-ফাহাদ আহমেদ

গল্প নির্ভর সিনেমায় অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি সমাজবাদী পার্টির নেতা ফাহাদ আহমেদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বিয়ের পরপরই মা হবার সু-সংবাদ দেন স্বরা। এরপর অক্টোবরে এই দম্পতির কন্যাসন্তান রাবিয়ার জন্ম হয়।

## রণদীপ হুদা-লিন ল্যাশরাম

বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুদা। মণিপুরি কন্যা লিন ল্যাশরামের সঙ্গে ২৯ নভেম্বর মণিপুরের ইম্ফলে সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন। বিয়ের রাতে মণিপুরি বিয়ের সাজপোশাকে উপস্থিত হন তারা। এরপর মুম্বাইয়ে রণদীপ এক জমকালো নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন।